



# মার্কসবাদী দলে সেন্টার গঠনের প্রয়োজনীয়তা

প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (সি)



মার্কসবাদী দলে  
সেন্টার গঠনের প্রয়োজনীয়তা

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

মার্কসবাদী দলে সেন্টার গঠনের প্রয়োজনীয়তা - প্রভাস ঘোষ

পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর, ২০২৪

প্রকাশক : অমিতাভ চ্যাটার্জী  
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি  
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)  
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩  
ফোন : ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

মুদ্রণ : গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ  
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য : ১০ টাকা

## প্রকাশকের কথা

২-৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ দলের শিবপুর সেন্টারে কমরেডদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেডদের বিভিন্ন মতামত শোনার পরে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ দলের সেন্টার সম্পর্কিত ধারণা, সেন্টার লাইফ কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ও কী কী সমস্যা ভবিষ্যতে আসতে পারে এবং তার সমাধানে কমরেডদের কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সেই সম্পর্কে একটি মূল্যবান আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে সেই আলোচনাটিতে তিনি আরও কিছু বিষয় যুক্ত করেন যেগুলি শুধুমাত্র সেন্টারের কমরেডদেরই নয়, অন্য কমরেডদেরও আরও বড় ও উন্নত চরিত্র অর্জনে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বাইরের পাঠক জনগণও জানতে পারবেন এই দলে নীতি ও আদর্শভিত্তিক সংগ্রাম কীভাবে পরিচালিত হয়।

অক্টোবর, ২০২৪  
কলকাতা

অভিনন্দন সহ  
অমিতাভ চ্যাটার্জী  
সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি  
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)



## মার্কসবাদী দলে সেন্টার গঠনের প্রয়োজনীয়তা

আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কী লক্ষ্য পূরণে মহান মার্কসবাদী চিন্তনায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ কমিউন ও সেন্টার গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেটা উল্লেখ করা এবং এর পরিচালনায় কী কী সমস্যা দেখা দিচ্ছে ও দেখা দিতে পারে তা দেখানো এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কী ভাবে আমরা সেইসব সমস্যার সমাধান করে এগোতে পারি, সেটাও আলোচনা করা।

এ কথা অনেক কমরেডই জানেন, পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে যখন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সৃষ্ট ব্যক্তিবাদ আগেকার প্রগতিশীলতা হারিয়ে চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আত্মসর্বস্ব ও সমাজবিমুখ হয়েছে, তখন বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে কমরেড শিবদাস ঘোষই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, আজকের যুগে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনে সংগ্রামের অপরিহার্য প্রয়োজনে ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পত্তিজাত মানসিক জটিলতা (প্রাইভেট প্রপার্টি মেন্টাল কমপ্লেক্স) থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে। রাশিয়ার পুঁজিবাদ অনুন্নত থাকায় এবং চিনে তা আরও অনুন্নত থাকায় দুই দেশেই ব্যক্তিবাদ আপেক্ষিকভাবে প্রগতিশীল ছিল, ফলে দু'টি দেশেই কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে যেমন নৈতিকতা হিসাবে ছিল দেশের স্বার্থ মুখ্য, পরিবার বা ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ, তেমনি এই দুই দেশেই কমিউনিস্ট চরিত্রের নৈতিক মান হিসাবে ছিল বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, পরিবার বা ব্যক্তির স্বার্থ গৌণ। অর্থাৎ ব্যক্তির স্বার্থ থাকবে, কিন্তু সেকেন্ডারি হিসাবে।

বিপ্লবের সময়ে এই নৈতিক মান কাজ করলেও কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, পরবর্তীকালে দুই দেশেই এই ব্যক্তিবাদ 'সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ' হিসাবে মাথাচাড়া দিয়ে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। আর কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারত সহ উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলেন যে, ব্যক্তিবাদ থাকলে সর্বহারা বিপ্লবী দল গঠন করা যাবে না এবং তার ফলে বিপ্লবী আন্দোলন এগোতে পারবে না। তাই তিনি বলেছেন, এইসব দেশে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করতে হলে ব্যক্তিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিবাদের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে বিপ্লবী দল, বিপ্লব, সর্বহারা শ্রেণির স্বার্থের সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হতে হবে। এটাই এই যুগের সর্বোন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের মান। যদিও এই স্তর অর্জন করা খুবই কঠিন। প্রচলিত অবক্ষয়ী,

পচাগলা, বুর্জোয়া সমাজের নানা নোংরা আবর্জনা, কাদামাটি নিয়েই আমাদের মনন, চাওয়া-পাওয়া, ভাল লাগা-মন্দ লাগা, অভ্যাস-আচার-আচরণ, চলন-বলন সব কিছু গড়ে উঠেছে। এগুলি আমাদের রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিশে আছে। দলে যুক্ত হওয়ার পর দলীয় চিন্তা যেমন আকর্ষণ করে, আবার এতদিনের গড়ে ওঠা বুর্জোয়া শক্তি প্রবল বাধাও সৃষ্টি করে। এক মন এগোতে চায়, আরেক মন বাধা দেয়। এক ক্ষেত্রে কিছুটা এগোতে পারি, আরেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাই। ফলে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েট উভয় শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা ও সংস্কৃতির নিরন্তর দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলে। এই বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েটের দ্বন্দ্ব মোটা অর্থে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল প্রশ্নে রয়েছে। এই দ্বন্দ্বের রূপপ্রকৃতি সকলের ক্ষেত্রে হুবহু এক নয়। এক জনের হয়তো জীবনের অনেক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শক্তি প্রবল, আবার অন্য ক্ষেত্রে প্রলেটারিয়ান শক্তির কম হলেও কিছু প্রভাব আছে। আবার আরেক জনের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রলেটারিয়ান শক্তি প্রাধান্য পাচ্ছে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শক্তি এখনও ত্রিযাশীল। ফলে সেচেতনভাবে নিজের অভ্যন্তরে বুর্জোয়া শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে সর্বহারা বিপ্লবী শক্তি অর্জনের নিরন্তর সর্বব্যাপক সংগ্রাম প্রয়োজন। একটানা এই সংগ্রামে কখনও সফলতা আসে, কোনও প্রশ্নে কখনও বিফলতা আসে, কখনও ব্যর্থতা আসে, কখনও জয় আসে। কে কতটা এগোতে পারবে, সাফল্য অর্জন করতে পারবে, এটা নির্ভর করছে শোষিত-অত্যাচারিত জনগণের প্রতি কার হৃদয়বৃত্তি কত প্রবল, বিপ্লবী তত্ত্বের জ্ঞানকে কে কত অধিক আয়ত্ত করতে পেরেছে, কে কতটা দলের শিক্ষানুযায়ী নিজের অভ্যন্তরে বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালাতে সফল হয়েছে— তার উপরে। আবার চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হলেও প্রচলিত বুর্জোয়া পরিবেশ সর্বদা আক্রমণ করতে থাকে। ক্ষণিকের আত্মসম্বৃষ্টি ও অসতর্কতাও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এই মহৎ সংগ্রামে ব্যর্থতা যেমন খুবই ক্ষতিকারক, বেদনাদায়ক, আবার সাফল্য গৌরবজনক, আনন্দদায়ক ও মর্যাদাময়। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের সর্বোচ্চ অধিকারী হিসাবে আমাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ দল, শ্রেণিসংগঠন ও গণসংগঠনের সকল কর্মক্ষেত্রে এবং নেতা-কর্মীদের জীবনযাত্রায় কী ভাবে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদকে ফাইট করতে হবে, তার পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন। একই উদ্দেশ্যে এই সংগ্রামকে আরও কার্যকরী ও শক্তিশালী করার জন্যই যৌথ জীবনের চর্চার ক্ষেত্র হিসাবে কমিউন ও সেন্টার গঠনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এর ফর্ম ও ত্রিযাপদ্ধতি অন্য সংগঠন থেকে ভিন্ন ধরনের। বিশ্বে আজ পর্যন্ত কোনও কমিউনিস্ট দল এই ধরনের



প্রতিষ্ঠানের কথা ভেবেছে বা করেছে, এটা আমার জানা নেই। কমিউন ও সেন্টারের গঠন ও স্ট্যাভার্ডেও পার্থক্য আছে। কমিউন গঠিত হবে মূলত স্টাফ মেম্বারদের নিয়ে, ফলে এটা তুলনামূলক ভাবে উচ্চ মানের। আর সেন্টার গঠিত হবে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে সামিল হয়ে যারা দলের শিক্ষা ও শৃঙ্খলাকে মেনে নিয়ে একটা স্তর অর্জন করেছে, তাদের নিয়ে। আবার কোথাও রাজ্য কমিটি ও জেলা কমিটির নেতাদের নেতৃত্বে সেন্টার গড়ে উঠছে। আগে কমরেড শিবদাস ঘোষ, কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী সহ কিছু কমরেড কলকাতায় একটা কমিউনে থাকতেন। তাঁদের মৃত্যুর পর সেটা আর নেই। এখন স্টাফ মেম্বাররা কলকাতায় ও বিভিন্ন রাজ্যে সেন্টারে দ্বিতীয় ক্যাটিগরির কিছু কমরেডকে নিয়ে থাকেন, যেখানে প্রয়োজনে কিছু সাধারণ কমরেডও থাকেন। কোন সেন্টারের স্ট্যাভার্ড কী ধরনের, সেটা মূলত নির্ভর করে সেন্টারের কমরেডদের স্ট্যাভার্ড কী ধরনের এবং ইনচার্জ কতটা ইমপারসোনাল, কতটা অভিজ্ঞ ও যোগ্য, তার উপরে। ফলে সব সেন্টারের স্ট্যাভার্ড হুবহু এক হতে পারে না, অগ্রগতি ও সমস্যাও এক হতে পারে না। আবার যতই সমস্যা থাকুক বা দেখা দিক, নানা দ্বন্দ্ব, নানা ভুল বোঝাবুঝিজনিত সংঘাত সত্ত্বেও এই সেন্টার লাইফ সাধারণ পরিবারভিত্তিক জীবন থেকে যথেষ্ট উন্নত মানের। এই জীবন গৌরবের। কারণ যেখানে প্রচলিত সমাজে বাবা-মা-ভাই-বোন, জ্যাঠা-কাকা, জ্যাঠিমা-কাকিমা ইত্যাদি নিয়ে আগেকার যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়ে শুধু স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি গড়ে উঠছে এবং তাও ভেঙে যাচ্ছে, সেখানে বিভিন্ন রাজ্য বা একই রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ধর্ম-বর্ণ-ভেদাভেদ মুক্ত রক্তের সম্পর্ক বহির্ভূত এক নতুন ধরনের ফ্যামিলি লাইফ গড়ে তোলা, টিকিয়ে রাখা এবং অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলা একমাত্র কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রদত্ত বিপ্লবী শিক্ষা ও উন্নত সাংস্কৃতিক মানের ভিত্তিতেই সম্ভব এবং তাতে সামিল হতে পারা যথেষ্ট মর্যাদার। তার মানে এই নয় যে এখানে কোনও সমস্যা হবে না, তিক্ততা আসবে না, ভুল বোঝাবুঝি হবে না, অন্যায়-অবিচার হবে না। এই চিন্তা সম্পূর্ণ ইউটোপিয়ান, আবাস্তব ও কাল্পনিক। অন্যান্য পার্টি ইউনিটের মতো এখানেও এইসব ঘটে।

এই সমস্যাগুলিকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হয় এই সম্পর্কেও কমরেড শিবদাস ঘোষ অমূল্য শিক্ষা দিয়ে গেছেন যা সবসময় আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, বিশেষত যখন কোনও বেদনা মনকে পীড়িত করে, তখন এই শিক্ষা স্মরণ করে শক্তি আহরণ করতে হবে। তিনি বলেছেন, “আপনি যদি এইভাবে বোঝেন যে এই বিপ্লবের রাস্তাটায় কোনও কাঁটা নেই, কোনও দ্বন্দ্ব নেই, কোনও সংঘাত নেই, কোনও অসুবিধা নেই, ... কোনও রকমের অন্যায় নেই, তা হলে ভুল বোঝা হবে।

... দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের একটা কথা ভাল করে বোঝা দরকার। সুন্দর কথার কোনও মানে নেই যদি ভাবি শুধু সুন্দরই থাকবে, তবে তো সুন্দরের কোনও গুরুত্ব থাকে না। অসুন্দর পাশাপাশি এসে কনস্ট্যান্টলি সুন্দরকে মারতে চায়, আর তার জন্যই তো সুন্দরের এতো কদর। ... তাই বিপ্লবী আন্দোলনেও নিয়ত সুন্দর-অসুন্দরের লড়াই রয়েছে, ন্যায়-অন্যায়ের লড়াই রয়েছে, ভাল-মন্দের লড়াই রয়েছে, উচিত-অনুচিতের লড়াই রয়েছে। ... এই অন্যায়ের দোহাই দিয়ে যদি আপনি এই রাস্তাটা পরিত্যাগ করে গতানুগতিক জীবনে ফিরে যান, তা হলে আপনি একটা বড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, ... সেটা হচ্ছে পুঁজিবাদের গোলামির রাস্তা। আপনি বিপ্লবের রাস্তায় যে-সমস্ত ভুল-ত্রুটি বা অন্যায় হচ্ছে সেগুলি কারেকশন করার জন্য সংগ্রাম করতে পারেন। এটার মধ্যেই আপনার সংগ্রাম।” কী ভাবে এইসব ‘কারেকশন’-এর সংগ্রাম করতে হবে, তার শিক্ষাও তিনি দিয়ে গেছেন।

আমরা জানি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী সেল, লোকাল, জেলা সব স্তরে সকল কর্মক্ষেত্রেই উন্নত চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম থাকে। কিন্তু সেন্টারে একত্রে থাকা-খাওয়া-শোওয়া নিছক আর্থিক বা কাজের সুবিধার জন্য নয়। এখানে উন্নত চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম আরও নিবিড় ও গভীর হয়। এখানে কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন, কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশনের প্রক্রিয়া আরও প্রাণবন্ত হয়। পরস্পরের গুণ-ত্রুটি জানা, পরস্পরকে সাহায্য করা, পরস্পর থেকে শেখা— এগুলি ক্রিয়াশীল হয়। বাইরে একত্রে কাজ করার সময় যেগুলি অনেক সময় বোঝা যায় না বা সূক্ষ্মভাবে ধরা পড়ে না। সেন্টার লাইফ একটা গর্ববোধের সংগ্রাম। এত সর্বাঙ্গিকভাবে এই সংগ্রাম কোনও লোকাল বা সেলে করা যায় না। সেলে, লোকালে, জেলায় একত্রে কাজ করছি, সেখানে কোন প্রশ্নে কে ঠিক, কে বেঠিক, কার কী গুণ আছে, কী ত্রুটি আছে, কার মধ্যে আত্মপ্রচারের ঝাঁক আছে, অহংকার আছে— এ সব মোটামুটি বোঝা যায়। কিন্তু সেন্টারে একেবারে খাবারের টেবিল থেকে রাতে শোওয়ার সময় পর্যন্ত প্রতিটি কমরেডের দোষ-গুণগুলি দেখা যায়, বোঝা যায়। কমরেডদের নানা ত্রুটি বা গুণ বাইরের কাজ থেকে সব বোঝা যায় না। সেন্টার লাইফটা হচ্ছে এ রকমই। বাইরে প্যান্ট-শার্ট পরে থাকি আর এখানে খালি গায়ে খোলামেলা থাকি, কোনও রাখচাকের ব্যাপার নেই। বাইরে কথাবার্তায় কিছু সতর্কতা থাকলেও এখানে চলন-বলন, আচার-আচরণ, কথাবার্তা সবই খোলামেলা, মেলামেশা ব্যাপারটাও তাই। এর মধ্য দিয়ে বোঝা-জানা; কার কোথায় কী গুণ আছে, কী ত্রুটি আছে, কী দুর্বলতা আছে, কী সবলতা আছে তা জানার সুযোগ বেশি। গুণ দেখলে, সবলতা দেখলে শিখব। আর ত্রুটি জানার উদ্দেশ্য এই নয় যে তাকে খাটো করব। উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে হেঁচক করা। ক্যারেক্টার বিল্ডিং-

এর ক্ষেত্রে সেন্টার লাইফ হল আরও হায়ার সেটজ অফ স্ট্রাগল। এখানে নেতাদের জন্য এক রকম, জুনিয়রদের জন্য অন্য রকম থাকা-শোওয়ার ব্যবস্থা করা হয় না। অসুস্থতা ও বার্ধক্যের জন্য কারও ক্ষেত্রে সাধ্যমতো বন্দোবস্ত করার চেষ্টা কোথাও হয়তো করা সম্ভব হয়। এখানে জুনিয়র কমরেডরা নেতাদের খোলামেলা দেখছে। তাদের বোঝার সুযোগ থাকছে; তাদের সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করারও সুযোগ থাকছে। আবার জুনিয়র কমরেডরা সেন্টারে থাকছে বলে বা সিনিয়রদের সাথে থাকছে বলে তাদের মধ্যে যেন অহঙ্কার না জন্মায়। যদি দেখা যায়, সেন্টারের কোনও সদস্য বার বার বলা সত্ত্বেও সেন্টারের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করছে না, তখন তাকে সেন্টারে নাও রাখা হতে পারে। আবার কোনও সেন্টার যদি সামগ্রিকভাবে নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে, তাকে উর্ধ্বতন নেতৃত্ব তুলে দিতে পারে।

সেন্টারে কালেক্টিভ রিডিংয়ের সুবিধা আছে, পরস্পরের মতামত বিনিময়ের ভিত্তিতে কোনও বক্তব্য বুঝতে সুবিধা হয়, অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়— যে সুবিধা একা একা ব্যক্তিগত রিডিংয়ে থাকে না। সেন্টারে কমরেডরা একা এবং একত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য সংবলিত পুস্তিকা, অন্যান্য মার্ক্সবাদী চিন্তানায়কদের বই, পার্টির অন্যান্য রাজনৈতিক বই, মুখপত্র, শরৎচন্দ্র সহ দেশবিদেশের বড় সাহিত্যিকদের বই বারবার পড়বেন। একা পড়লেও অন্যদের সাথে আলোচনা করে যাচাই করে নেবেন আপনার বোঝা সঠিক হয়েছে কি না। অথথা সময় নষ্ট করবেন না। সুযোগ পেলেই মোবাইল নিয়ে থাকা— বাইরের এই মোবাইল আসক্তির শিকার হবেন না।

সেন্টারে যারা থাকে তাদের মধ্যে কেউ কেউ দায়িত্বশীল, অনেক হার্ড স্ট্রাগলও কেউ কেউ করছে বাইরে। কিন্তু এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করেসপন্ডিং যে এথিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হওয়া দরকার, কারও কারও তা হচ্ছে না। **শুধু বাইরে বেশি কাজ করলেই চরিত্র পাণ্টাবে না, বই বেশি পড়লেও চরিত্র পাণ্টাবে না। চরিত্র পরিবর্তনেরও একটা স্বতন্ত্র সংগ্রাম আছে।** বুর্জোয়া চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কী কী এবং এর বিপরীতে প্রলেটারিয়ান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কী কী— এটা জেনে বুঝে নিজেকে পাণ্টানোর জন্য সচেতন সংগ্রাম করতে হয়। চলন-বলন, হাসি-ঠাট্টা সব কিছুর মধ্যেই চরিত্র প্রস্ফুটিত হয়। যেমন আগুন জ্বললে উত্তাপ দেয় আবার সে আলোও দেয়— দুটিই থাকে। এই দুটোকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তেমনি চরিত্রকেও— বলা-কওয়া, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার কোনও কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। সেন্টার লাইফে দেখা যায়, যে কমরেড উন্নত মানের, তাকে সেন্টারের কোনও কাজের জন্য বলতে হয় না, সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে নানা কাজ করে। যে অনুন্নত মানের সে সেন্টারের নানা কাজ, বাজার করা, রান্না করা, ঘর পরিষ্কার করা, জামা-কাপড়

ধোয়া— এসব না বললে করে না। আবার কেউ কেউ বললেও করে না, নানা অজুহাতে এড়িয়ে চলে। এতে বোঝা যায় তারা সেন্টার লাইফকে প্রিভিলেজ হিসাবে নিচ্ছে। এটা এক ধরনের নিকৃষ্ট ব্যক্তিবাদ। সেন্টারের সব কাজ ও সমস্যা নিয়েই সকলকে কনসার্ন থাকতে হবে। কেউ হয়তো এখন ম্যানেজার বা বাজার করছে, রান্না করছে, ঘর পরিষ্কার করছে, অন্যদের সময় থাকলে তারাও স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে এইসব কাজে সাহায্য করবে— এটা হচ্ছে কালেক্টিভ স্পিরিট। ‘আজ তো ওর করার কথা, আমার নয়’ অথবা ‘আমার দিন ও হেল্ল করেনি, আমি কেন ওকে সাহায্য করব’— এই ধরনের মনোভাব বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদী। অথচ এর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই তো সেন্টার লাইফে আসা। বাইরের ও সেন্টারের যে কোনও ছোটবড় কাজ, যে কোনও দায়িত্ব আনন্দের সাথে পালন করতে হবে, বোঝা হিসাবে নয়, বিরক্তির সাথে নয়। তা না হলে শুধু কাজের ক্ষতি হয় না, কমরেডদের চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়াও ব্যাহত হয়। যে কোনও কাজের প্রতি অ্যাপ্রোচ কী, কী ভাবে কাজকে নিচ্ছি এবং ক্রিয়া করছি তার মাধ্যমেই বড় চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম চলে। অনেক সময় দেখা যায়, কেউ কেউ সেন্টারে থাকে, কিন্তু কালেক্টিভ লাইফে থাকে না। নিজের মতো থাকে, নিজের মতো বাইরে কাজে বেরিয়ে যায়। কিন্তু অন্যদের সাথে মেলামেশা, চিন্তার আদান-প্রদান, সেন্টারের ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তাভাবনা— এ সব করে না। ফলে তার সেন্টারে থাকা, না-থাকার কোনও পার্থক্য থাকে না।

সেন্টার যেন পাড়া থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকে। সেন্টারের সদস্যদের দায়িত্ব ভাগ করে আশেপাশের এলাকার বিভিন্ন পাড়ায় মিশতে হবে। এতে করে একদিকে সেন্টারের নিরাপত্তাও যেমন নিশ্চিত হবে, অন্য দিকে সেই এলাকায় সংগঠনও গড়ে উঠবে।

গোড়ার দিকে যখন পার্টির তীব্র আর্থিক সংকটের দিন ছিল, তখন কোনও কোনও দিন কমরেড নীহার মুখার্জী কিছু চিড়ে সংগ্রহ করে আনতেন, জলে ভিজিয়ে সরবৎ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ সহ সকলেই তাই খেতেন। কখনও শুধু ডালভাত খেতে বা একটা আলুকে দু’ভাগ করে খেতে দেখেছি। আমরা তার মধ্যও কমরেড শিবদাস ঘোষ, কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী— এঁদের হাসিমুখে বিপ্লবী সংগ্রাম করতে দেখেছি, অনুপ্রাণিত হয়েছি। এখন তো পার্টির আর্থিক সংগতি আগের তুলনায় কিছু বেড়েছে। মাঝে মাঝে ভাল খাওয়া-দাওয়াও হচ্ছে, যদিও সব সেন্টারে হচ্ছে তা নয়। এখানে একটা সমস্যা আছে— ভাল খাওয়া দাওয়া, ভাল জামাকাপড়, আরাম-আয়েশ এগুলিকে বিপ্লবীরা কী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবে— এ সব প্রশ্নে কমরেড শিবদাস ঘোষের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে। তিনি বলেছেন— এগুলি না পেলে যেমন আমাদের দুঃখ-ব্যথা-অভাববোধ

থাকবে না, আক্ষেপ থাকবে না, আবার পেলেও তার প্রতি লোভ, আসক্তি, মোহ যেন না জন্মায়। যদি পেতে পেতে আসক্তি জন্মায় এবং এ সম্পর্কে সতর্ক না থাকলে যখন বিপ্লবী আন্দোলনের সংকট আসে, খাওয়া-থাকার ঠিক থাকে না, তখন সমস্যা দেখা দেয়। সে জন্য পেলে যেমন কৃচ্ছসাধন করব না, আবার না পেলেও হাহাকার করব না। মনে রাখতে হবে, বিপ্লবী আন্দোলনের নানা জটিল ঘাত-প্রতিঘাতে, নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিপ্লবীদের থাকতে হবে। ফলে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

আবার সেন্টারে থাকলেই কেউ উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে, সেন্টারের বাইরে থাকলে কেউ উন্নত হবে না— এই ধারণাও ঠিক নয়। উন্নত হওয়া বা না-হওয়া নির্ভর করে লাইফ স্ট্যাগল সঠিক প্রক্রিয়ায় হচ্ছে কি না, তার উপর। সেন্টার লাইফ এই ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে যদি কেউ সেই সাহায্য নেয়। এ কথাও মনে রাখা উচিত, কোনও বড় লিডারের সাথে থাকলেই একজন উন্নত হবে, এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। বস্তুজগতে, প্রাণীজগতে এক্সট্রানাল কন্ট্রোলিকশন ও ইন্টারনাল কন্ট্রোলিকশন— এই যে দুই দ্বন্দ্ব ও তার পরিণতিতে পরিবর্তন যে ভাবে হয়, মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক একই ভাবে হয় না। মানুষের মন কী গ্রহণ করবে, কী করবে না, করলে কতটা করবে তার উপরই এক্সট্রানাল কন্ট্রোলিকশনের ভূমিকা নির্ভর করে।

সেন্টারের সদস্যরা নিজের স্বার্থ বা অসুবিধা নিয়ে ভাববে না, সবসময় অপরের সুবিধা-অসুবিধা নিয়েই ভাববে। কোনও সদস্য সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে ইনচার্জকে জানাতে হবে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে চর্চা করবে না, ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছড়াবে না। বাইরে অন্য কমরেডদের সাথেও আলোচনা করবে না। ইনচার্জ সমাধান করতে না পারলে বা তার বিচার সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলে উর্ধ্বতন নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করে সমাধান করতে হবে।

এখন কিছু কিছু সেন্টারে একাধিক ঘর আছে। আর প্রথম দিকে একটা ঘর জোটানোও কঠিন ছিল। কলকাতার বালিগঞ্জে একটা এল শেপের ছাদের ঘর ছিল, সেখানে প্রথম পার্টির জেলা সেন্টার শুরু হয়েছিল। সে ঘরেই ঠাসাঠাসি করে কয়েকজন থাকতেন। পাশে এক চিলতে রান্নাঘর ছিল। তখন কোনও কোনও লিডারের ম্যারেড লাইফ ছিল। একজন লিডার কখনও কখনও এলে স্বামী-স্ত্রী পাশের রান্না ঘরে থাকতেন। মধ্য কলকাতার অখিল মিস্ত্রি লেনেও একটি অপেক্ষাকৃত বড় ঘর ও দুটি ছোট ঘর ছিল। বড় ঘরে আমরা ১২/১৪ জন সকলেই দুটো রো করে শুতাম। আর একটা ঘরে মহিলা কমরেডরা শুতেন। ছোট ঘরে এক ম্যারেড কাপল থাকতেন। অন্য কারও হাসব্যান্ড কখনও এলে একটি কাপলকে বারান্দায় শুতে হত। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আমরা এ ভাবে কাটিয়েছি। টালা কমিউনে

১৯৭২ সাল পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষ মেঝেতে শুতেন। সাথে আরও ছোটরা শুত। '৭২ সালে কঠিন রোগের পর তাঁর জন্য খাটের ব্যবস্থা হয়, চাঁদা তুলে তাঁর জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থাও হয়। তার আগে তিনি বাসে-ট্রামে— কখনও জরুরি প্রয়োজনে ট্যাক্সিতে যাতায়াত করতেন। এখন কিছু কিছু সেন্টারে বেশ কিছু ঘর আছে। ম্যারেড কাপলদের জন্য আলাদা ঘর দেওয়া হয়। আবার কেউ কেউ সিঙ্গল ঘরেও থাকে। কিন্তু অনেকের অ্যাটিচুড এমন হয় যে, এই ঘর, এই বিছানা, এই বালিশ— তাদের যেন প্রাইভেট প্রপার্টি। প্রয়োজনে অন্য কাউকে ছেড়ে দিতে হলে চেহারা অপসন্ন হয়ে যায়। বলা হয়েছিল, একটা প্রেমিসে মহিলা কমরেডরা একটা ঘরে তাদের জামাকাপড় রাখবে, চেঞ্জ করবে। স্বামী-স্ত্রী যে ঘরে থাকে মহিলাদের জামা কাপড় থাকলে অন্য পুরুষ কমরেডরা ঢুকতে হেজিটেট করে। কিন্তু সেটা অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয়নি। এটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য ডিসিপ্লিন ইমপোজ করার প্রশ্ন ওঠে না, সকলেই স্বেচ্ছায় করবে। না হলে যেন প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর হয়ে যায়। এটা ঠিক নয়। এগুলি ফাইট করা দরকার। পার্টি লাইফে না এলে এরা কেউ কেউ বাড়ি-গাড়ির মালিক হতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তো স্বেচ্ছায় কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য পার্টিতে এসেছেন, সেন্টারে এসেছেন। তা হলে ঘর-বিছানা-বালিশ বা অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিস নিয়ে তাদের এই মালিকানাবোধ থাকবে কেন? এর দ্বারা তাঁরা নিজেদের ক্ষতিই করছেন। এ ছাড়া পার্টির প্রয়োজনে কারও নামে সাইকেল, মোটর সাইকেল বা গাড়ি কেনা হয়েছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ হাবেভাবে এগুলিকে অনেকটা নিজের ব্যক্তিগত মনে করেন, যা ঠিক নয়। দিনে হোক রাতে হোক এক ঘরে একজন কেন শোবে? পুরুষ ও মহিলা কমরেডরা দিনের বেলায় দু-তিন জন একত্রে এক ঘরে থাকবে না কেন? কমরেড শিবদাস ঘোষ এটা চেয়েছেন। এতে কমন অ্যাসোসিয়েশন, কমন ডিসকাশনের সুবিধা হয়। এক ঘরে থাকলে নানা গল্পগুজব হয়, আলোচনা হয়, এ ছাড়া লাইট-ফ্যানেরও ব্যবহার কমে, অপব্যয় বন্ধ হয়। পাবলিক মানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত কমরেড শিবদাস ঘোষ স্থাপন করে গেছেন অনেকেই সেটা জানেন। আমাদের বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যেও সেটা আছে। অথচ নিজেদের ক্ষেত্রে অনেকেই তা কার্যকরী করছেন না। সাবান ব্যবহারের ক্ষেত্রে কমরেড রণজিৎ ধরকে কমরেড শিবদাস ঘোষ কী শিক্ষা দিয়েছেন, তা সকলেরই জানা আছে। এখন বহু ক্ষেত্রেই খাওয়া-পরা, বাজার করা, জল-বিদ্যুৎ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পাবলিক মানি ইউজ করার ক্ষেত্রে সেই সতর্কতা থাকছে না। ১৯৭২ সালে তিনি বাঁচবেন না ভেবে ট্রিটমেন্ট করতে রাজি হচ্ছিলেন না, যেহেতু তিনি পাবলিককে আর সার্ভিস দিতে পারবেন না, পাবলিক মানি ওয়েস্টেজ হবে এই কথা ভেবে। অনেক চেষ্টা করে ডাক্তাররা ও

লিডাররা তাঁকে রাজি করান। পাবলিক মানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই মহৎ দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও, অনেক কমরেড এ ক্ষেত্রে ফেল করছে— এটা খুবই দুঃখজনক। তারা জল, বিদ্যুৎ, সাবান, পেস্ট— এসব ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকছে না।

এ ছাড়া বিভিন্ন সেন্টারে যাদের ঘর বাঁট দেওয়া, রান্নাবান্নার জন্য লোক নিযুক্ত করা হয় তাঁদের প্রতি আমাদের অ্যাপ্রোচ অন্য পাঁচটা বাড়ির মতো হবে কেন? এঁরা গরিব মানুষ, এঁদের জন্যই তো আমরা লড়ছি। এঁদের প্রতি আমাদের কমিউনিস্ট সুলভ মানবিক অ্যাপ্রোচ থাকা দরকার।

এখন পার্টিতে অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আসছে— কারও কারও চোখমুখ বিষণ্ণ, মুখ দিয়ে ঘাম বারছে। কোথা থেকে এলে, কী করলে— এ সব খবর নেওয়া বেশ কিছু কমরেডের অভ্যাস নেই। এটা বিশেষভাবে মহিলা কমরেডদের বলছি। পার্টির মধ্যে মায়েদের-দিদিদের একটা আবেদন আছে। তোমরা এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের টানছ না কেন? তোমরা খোঁজ রাখ ওরা কে কোথায় কী করছে, ওদের ভালমন্দ কী? কাজ সকলেই করছে— যে যার কাজ নিয়েই শুধু ব্যস্ত আছে। এই যে ডিএসও, ডিওয়াইও, কমসোমলের এত ছেলেমেয়ে আসছে, তাদের সাথে মিশছো না কেন? তাদের প্রতি তোমাদের ভালবাসা ব্যক্ত হচ্ছে না কেন? তোমরা এদের প্রতি কি কোনও দায়িত্ব অনুভব করছ না? তোমরা তো কমিউনিস্ট ফাদার-মাদার। তোমরা কি স্মরণ কর, মহান এঙ্গেলস দেখিয়েছেন বাবা-মায়ের এই পিতৃস্নেহ মাতৃস্নেহ আদিম সমাজে ছিল না? এসেছে আর একটা স্তরে যখন সম্পত্তি ও সম্পত্তির মালিকানাবোধ এসেছে। সম্পত্তির পরবর্তী মালিক কে হবে সেটা নির্ধারণ করার জন্য কে কার সন্তান চিহ্নিত করার প্রয়োজন থেকে এসেছে। সেখান থেকে এসেছে ধর্মীয় সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে মাতৃত্ব-পিতৃত্ববোধ। বহু যুগ ধরে চলতে চলতে বাবা-মায়ের মধ্যে এই মাতৃত্ব-পিতৃত্ববোধ রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিশে গেছে। আমার সন্তান, তাকে নিয়ে দুর্বলতা, তার সম্পর্কে বিশেষ কনসার্ন, এর মধ্যেও প্রাইভেট প্রপার্টি মেন্টাল কমপ্লেক্স কাজ করে। এটা ভাল করে বুঝতে হবে। কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের জন্য এর থেকেও মুক্ত হতে হবে। আমাদের সংগ্রাম কমিউনিস্ট ফাদার-মাদার হওয়ার সংগ্রাম। কমিউনিস্ট ফাদার-মাদার হও। সব সন্তানই আমাদের সন্তান। মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহকে মালিকানাভিত্তিক সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্ত করতে হবে। মনকে বড় কর। ভালবাসাকে ব্যাপক কর— উজাড় করে ছড়িয়ে দাও, নিজেরাও আনন্দ পাবে, ছোটরাও উপকৃত হবে। যেখানে ভালবাসায় আদর্শ নেই, নৈতিকতা নেই, সেখানে ভালবাসা মানুষকে দুর্বল করে। দুর্বলতা আর ভালবাসা এক নয়। দুর্বলতা আর ভালবাসাকে দেখতে একই রকম মনে হতে পারে, কিন্তু যদি ভালবাসার মধ্যে

আদর্শ না থাকে, নৈতিকতা না থাকে, সামাজিক লক্ষ্য না থাকে, তা হলে দুর্বলতা আসবেই। এই দুর্বলতার পরিণতি কী ঘটে— পার্টিতে আমরা কিছু দেখেছি। এক সময় যে কমরেড অনেক স্তম্ভগল করেছে, বাড়িতে মার খেয়ে খেয়ে পার্টি করেছে, না খেয়ে পার্টি করেছে, আজ তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের প্রতি দুর্বল হয়ে অজানিতভাবে হলেও সন্তানের বিপ্লবী রাজনীতি করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তাদের সন্তানদের এই পরিণতি হল কেন? আমরা বাইরে থেকে ভাল ছেলেমেয়ে পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের কিছু কমরেডের ছেলেমেয়ে রাজনীতির প্রতি বিমুখ হচ্ছে। এ রকম হচ্ছে কেন? এতে শুধু বাবা-মা'র দায়িত্ব আছে, তা নয়, পার্টির দায়িত্বও আছে। তবে মূলত বাবা-মা'র দায়িত্বই বেশি। ছেলেমেয়েরা প্রথম শেখে বাবা-মার কাছ থেকে। বাবা-মায়েরাই ফার্স্ট টিচার, তাদের ভূমিকা প্রধান। যদিও আমি জানি, বেশ কিছু বাবা-মা ইমোশনালি চায় তাদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে ভাল করে পার্টি করুক। কিন্তু অনেকের এই চাওয়াটা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে না। তার কারণ কী? কারণ এই বাবা-মা'রা সন্তানের ক্ষেত্রে মডার্ন বুর্জোয়া কালচারের ভিক্তিম। তারা ভুলে গেছে তাদের বাবা-মা'রা একদিন কী ভাবে তাদের মানুষ করেছেন। তারা মানুষ না হলে কি এ ভাবে পার্টিতে যুক্ত হতে পারতেন? তাদের বাবা-মা'রা বিপ্লব বোঝেননি। কিন্তু সে সময়ের উপযোগী কিছু মূল্যবোধ দিয়েছেন, কিছু নৈতিকতার সন্ধান দিয়েছেন। সন্তান নিয়ে এত আকুলতা, এত ব্যস্ততা তখন ছিল না। আজকের দিনে বলা হয় নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি— সন্তানের কত রকমের পোশাক হবে, কোন কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়বে, ক'টা সাবজেক্টে টিউটর রাখবে, কোন সাবজেক্টে কী রেজাল্ট হল, ভবিষ্যতে কোন লাইনে যাবে, এ সব নিয়ে ব্যস্ততা। শুধু তাই নয়, গান শিখল কি না, নাচ শিখল কি না, আঁকা শিখল কি না, সাঁতার শিখল কি না এরকম অল ফিল্ড-এ মাস্টার হতে হবে। বর্তমান সমাজের এই অ্যাপ্রোচ পার্টি লাইফেও ধাক্কা দিচ্ছে এবং তাতে ক্ষতি হচ্ছে। সন্তানের এই পরিণতি দেখে কোনও কোনও কমরেড কাঁদছেন। কিন্তু এখন আর ফেরাবার উপায় নেই। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন ভাল রেজাল্ট করা আর মানুষ হওয়া এক নয়। শরৎচন্দ্র বৈকুণ্ঠের উইলে তথাকথিত অশিক্ষিত বড় ভাই গোকুল ও শিক্ষিত ছোটভাই বিনোদকে দিয়ে এটা দেখিয়ে গেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বার বার এটা উল্লেখ করেছেন। কোনও কোনও বাবা-মা এ রকম চিন্তা করে থাকেন যে, তাঁরা পড়াশোনা কমপ্লিট করার পরে পার্টিতে যুক্ত হয়েছেন, তা হলে তাঁদের ছেলেমেয়েরা আগে পড়াশোনা কমপ্লিট করুক, তারপর পার্টির কাজ করবে। তাঁরা ভুলে যান যে, তাঁরা যখন পড়েছেন, তখন সমাজের এত অবক্ষয় ঘটেনি, তাঁরা বাড়ির গার্জিয়ান বা শিক্ষক বা প্রতিবেশী— যে কারও কাছ থেকে হোক, কিছু মূল্যবোধের শিক্ষা



পেয়েছেন, যেটা এখন নেই। আর বাবা-মা পার্টি করলেই কি সন্তান পার্টি করবে? রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে কি আদর্শ-রুচি-সংস্কৃতি যায়?

কয়েকদিন আগে রেজাল্ট আশানুরূপ না হওয়ায় একজন কিশোর কমরেড যখন আমার কাছে এসেছিল তখন তাকে আমি বলেছি— আমি কি পড়াশোনা করেছে জানো? না হয় আমার কথা বাদ দিলাম, দেওয়ালে যাঁদের ছবি দেখেছ ওঁনারা কি পড়াশুনা করেছে জানো? এই ডিগ্রির কী মূল্য আছে? এই রেজাল্টের কী মূল্য আছে? আর রেজাল্ট ভাল হোক চায় সকলে, কিন্তু তার জন্য এত হাহাকার হবে কেন? ফলে বাবা-মাকে অ্যাপ্রোচ পাল্টাতে হবে, যদি ছেলেমেয়েকে বড় করতে চায় অর্থাৎ বড় বিপ্লবী করতে চায়। পাশটা তো পরের কথা। এই যে কয়েকজন ডাক্তারি পাশ করেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, তারা এখন পার্টির নেতৃত্বানীয় স্তরে আছেন। সেটা এসব পাশ করে নয়। দলের আদর্শ অনুযায়ী সংগ্রাম করেই তাঁরা এই স্তরে এসেছেন। আসল কথা তো এটাই। এখানে সত্যিকারের গুণের অধিকারী হওয়াটাই বড় কথা।

সেন্টারে সন্তানদের ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় আমি বলতে চাই। আমরা যখন পার্টিতে যুক্ত হই তখন বাবা বকেছেন, মারধর করেছেন, মা কেঁদেছেন। এ সব সত্ত্বেও একটা মহৎ আদর্শের টানে আমরা বেরিয়ে এসেছি। বাড়ি থেকেও বহির্জগতে আদর্শের আহ্বান আমাদের আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সেন্টারের সন্তানদের এই সুযোগ নেই। তারা শিশু বয়সে বাবা-মা'র কোলে বসে মিটিং মিছিলে যায়, পার্টির নানা প্রোগ্রামে যায়। এর তাৎপর্য ঠিকভাবে না বুঝলে এটা তাদের কাছে মনোটোনাস অর্থাৎ একঘেয়ে হয়ে যায়। তখন তাদের কাছে বহির্জগতের আকর্ষণ বেশি হয়ে যায়। এ ব্যাপারে প্রথম থেকে সতর্ক হয়ে বহির্জগত তাদের চেনাতে হবে। বহির্জগতের সাথে পার্টি লাইফের পার্থক্য বোঝাতে হবে। তাঁরা কিসের আকর্ষণে ঘর-বাড়ি, বাবা-মা ছেড়ে পার্টিতে এসেছেন, প্রতিদিন কেন এত পরিশ্রম করছেন— এগুলি আবেগ দিয়ে ও আকর্ষণীয়ভাবে সন্তানদের বোঝাতে হবে। পার্টির নেতা-কর্মীদের প্রতি, সেন্টারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আবেগ সৃষ্টি করতে হবে। তা না হলে নিছক রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে আদর্শের সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। পার্টি লাইফের গুরুত্ব তাদের চেনাতে হবে। এখন সেন্টারের সামর্থ্য অনুযায়ী সন্তানদের অপেক্ষাকৃত ভাল খাবার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট কী তারা জানে না। জামাকাপড়ের কষ্ট কী তারা জানে না। এগুলি কোথা থেকে কী ভাবে আসে, তাও তারা জানে না। এ না জানার ফলে একটা প্রিভিলেজের মানসিকতা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। দারিদ্র কী, অনাহারে থাকার কষ্ট কী— এগুলো জানার তাদের সুযোগ হয় না। ফলে শুরু থেকেই অনেকটা মিডল ক্লাস লাইফে তারা অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেই

অনুযায়ী তাদের চাহিদাও বাড়তে থাকে। এগুলি সম্পর্কেও তাদের যথাযথ ধারণা দিতে হবে, অতি সাধারণ জামা-কাপড়, খাওয়া-দাওয়া ও জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করতে হবে। সেজন্য প্রথম থেকে তাদের বস্তিবাসী, ফুটপাথবাসী গরিব ঘরের সন্তানদের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটানো দরকার যাতে তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি, দরদবোধ জাগে, স্বতঃস্ফূর্ত কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়।

স্বামী-স্ত্রী থাকলে, সন্তান সহ থাকলে ইমপার্সোনাল অ্যাপ্রোচের অভাবে নিজেদের ক্ষেত্রে ও সন্তানদের প্রতি আলাদা দৃষ্টি অনেকেই রাখতে— যেটাও কালেকটিভ লাইফ-এর পক্ষে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই সব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যই তো সেন্টার লাইফে আসা। সে জন্য সকলকেই এইসব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী সচেতন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। একে অপরকে সাহায্য করতে হবে। সন্তান মাত্রেরই বাবা-মা'র প্রতি আকর্ষণ থাকবে— এটা স্বাভাবিক। বাবা-মা'র চেষ্টা করা উচিত— তাদের প্রতি নয়, সেন্টারের অন্যদের প্রতি আকর্ষণ জাগানো। সন্তানদের খাওয়া, থাকা, শোওয়ার দায়িত্ব সবাই পালন করবে— এ নিয়ে বাবা-মা'র আলাদা কনসার্ন থাকবে কেন? শুধু বাবা-মা কেন খোঁজ করবে পড়েছে কি না, খেয়েছে কি না, শুয়েছে কি না? সন্তানকে বসিয়ে পড়ানো, খাওয়ানো এগুলো কোনওটাই বাবা-মার পক্ষে ঠিক নয়। এগুলি করতে থাকলে সন্তান কার্যত বাবা-মা কেন্দ্রিক হয়ে পড়বে। এর ফলে সেন্টারে যৌথ পরিবারের মধ্যে কার্যত আলাদা পরিবার গড়ে উঠবে। সেন্টারে একাধিক সন্তান থাকলে সকলেরই বাবা-মা হতে হবে, সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখতে হবে, যেন বোঝা না যায় কে কার রক্তের সম্পর্কের বাবা-মা। বাবা-মাকে বুঝতে হবে দুর্বলতামুক্ত ভালবাসা সন্তানের পক্ষে কল্যাণকর। অন্য দিকে ভালবাসার নামে দুর্বলতা সন্তানের অকল্যাণই আনে। সেটা কি বাবা-মায়ের পক্ষে কাম্য? আবার সেন্টারের কোনও বাবা-মা'র দুর্বলতা দেখা গেলে এটা নিয়ে অন্যরা ফিসফিস-গুজুগুজু করবে না, তাদের দুর্বলতামুক্ত হতে সাহায্য করবে। সেন্টারের সন্তানদের ভুল-ত্রুটি, অন্যান্য বোঝানোর ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে শাসনের ক্ষেত্রে একজন সিনিয়র কমরেডই গাইড করবে, বাকিরা প্রয়োজনে তাকে হেল্প করবে, কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ মতো করে করবে না, এমনকি বাবা-মাও নয়। সেন্টারে থাকলেই ছেলেমেয়ে সাচ্চা কমিউনিস্ট হবে এমন নয়, বরং সঠিকভাবে তাকে পরিচালনা না করলে অন্য রকমও হতে পারে। অনেক সময় দেখা গেছে কিছু বাবা-মা পুরনো দিনের মূল্যবোধের ভিত্তিতে সন্তানকে দেখাশোনা করায় সেইসব সন্তানের ভাল হচ্ছে এবং পার্টির সাথে যুক্ত হচ্ছে।

ছেলেমেয়েরা যখন শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করে অ্যাডোলোসেন্ট

স্টেজে আসে তখন তাদের সেক্স নিয়েও নানা প্রশ্ন, কৌতুহল জাগে। এটা স্বাভাবিক। আর এখন এ সব প্রশ্নে স্কুল, কলেজ, পাড়ার পরিবেশ খুবই খারাপ। তা ছাড়া মোবাইলের প্রভাবও থাকে—কৌতুহলবশত অপব্যবহার হয়। সে জন্য উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ বড় কারওর সাথে এদের খোলামেলা বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা দরকার যাতে কোনও কিছু খারাপ দেখলে বা শুনলে বা চিন্তায় এলে তার কাছে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে খোলা মনে বলতে পারে। এটা খুবই প্রয়োজন।

সেন্টার লাইফে অনেক সময়ই দেখা যায় সাধারণ পরিবারের মতোই রান্নাবান্না, ঘর বাঁটা দেওয়া, বিছানাপত্র দেখা মহিলা কমরেডদেরই বেশি করতে হয়। এটা কমরেড শিবদাস ঘোষ নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলা কমরেড উভয়কেই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সেন্টারে ছোটদের সামনে বড়দের আদর্শস্থানীয় হতে হবে। তারা বড়দের আচার আচরণ, কথাবার্তা, তর্কবিতর্ক, রাগারাগি এগুলি সবই লক্ষ্য করে, যেটা বড়রা অনেক সময় উত্তেজনাবশত খেয়াল রাখে না। এর প্রভাব খুব খারাপ হয়। বিশেষত তাদের বাবা-মা জড়িত থাকলে আরও খারাপ হয়। সেন্টারের বাইরের কোনও কমরেড কারও কাছে এলে বা নতুন জুনিয়র কমরেড কোনও প্রয়োজনে কয়েক দিনের জন্য থাকলে, এটা সমস্ত সেন্টার সদস্যদের কনসার্ন থাকা উচিত যাতে সেই কমরেড যত্ন পায় এবং সেন্টার সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিয়ে যেতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, যার কাছে এল শুধু সেই তার সাথে কথাবার্তা বলে। অন্যরা তার প্রতি কোনও খেয়ালই রাখে না। এটা ঠিক নয়। এ ছাড়া এক সেন্টারের সঙ্গে আর এক সেন্টারের কম্পিটিটিভ মাইন্ড থাকাও ভাল নয়। একে অপরের থেকে শিক্ষা নেবে, প্রয়োজনে একে অপরকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবে। সেন্টার লাইফ অত্যন্ত কঠিন ও উচ্চ মানের সংগ্রাম। এ ক্ষেত্রেও সেন্টার সদস্যদের প্রত্যেককে সজাগ ও সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী সংগ্রাম করতে পারে। আগেই বলেছি, একজন উচ্চ মানের ইমপার্সোনাল ইনচার্জ ও আরও কয়েকজন উচ্চ মানের কমরেড থাকলে সেন্টার গঠন বাঞ্ছনীয়। তা না হলে পার্টি তত্ত্বাবধানে মেস গঠন করা উচিত। সেই মেসকেও পার্টির গাইড করা উচিত, যাতে সাধারণ মেসের মতো না হয়, বরং উন্নত করার দ্বারা যাতে মেসকে সেন্টারে পরিণত করা যায়।

পার্টিতে, সেন্টারে, শ্রেণি ও গণসংগঠনে পুরুষশাসিত সমাজের কুফল হিসাবে বেশ কিছু মহিলা কর্মীর মধ্যে রেবারেযি, পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও উদারতার অভাব, অপরের গুণাবলিকে স্বীকৃতিদানে অনীহা এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব দেখা যায়। এই মনোভাব শুধু পরিবেশকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে

তা নয়, তাদের নিজেদের বিকাশকেও ব্যাহত করে। এই ব্যাপারেও মহিলা কমরেডদের সজাগ থাকতে হবে।

পুরনো দিনের ঘটনা, অমুকে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল, অমুকে খারাপ কথা বলেছিল— সে সব আজও মনের মধ্যে পুষে রেখেছে। তর্ক-বিতর্কের সময় সে সব প্রকাশ পায় তার মধ্যে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কোনটা চিন্তা করব, কোনটা চিন্তা করব না— এটাও কিন্তু একটা সংগ্রাম। চিন্তাও তো একটা কাজ। আমার চিন্তা তো বিপ্লবের জন্য। বিপ্লবের প্রয়োজনে যা চিন্তা করার তাই করব। যে বই পড়ার দরকার, তাই পড়ব। যে কাজ করার দরকার, তাই করব। যে চিন্তা বিপ্লবের প্রয়োজন থেকে আমাকে খানিকটা হলেও দূরে সরায়, মনে অশান্তি টেনে আনে, মনকে অশান্ত করে, বিপথগামী করতে চায়, কর্মোদ্যোগ নষ্ট করতে চায়, অন্য কমরেডের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়, সেই চিন্তাকে কেন আমি আহ্বান করব? হোয়াই? রিজেক্ট হট। কন্ট্রোল ইওর মাইন্ড। মনকে কাজ করাও। মন তোমাকে যেরদিকে খুশি টেনে নিয়ে যাবে, নট দ্যাট। মনকে তুমি ব্যবহার কর। তুমি ঠিক কর— কী বিষয়ে এখন পড়বে, কী বিষয়ে আলোচনা করবে। কোনটা করবে, কোনটা করবে না— এ ক্ষমতা অর্জন করার জন্য লড়ো। যে সময়ে খারাপ চিন্তা আসছে, মনকে ডিস্টার্ব করছে তাকে দূর কর। তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে দাও। অন্য বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দাও। একটা বাচ্চাকে নিয়ে আদর করতে থাকো, না হয় একটা গান শোনো, না হয় একটা অন্য বই পড়ো। ডাইভার্ট ইওর মাইন্ড। যেমন যে খাবার খাওয়া উচিত নয়, খেলে শরীর নষ্ট হবে, মুখরোচক হলেও সে খাবার খাব না। যে খাবারটা আমার শরীরের পক্ষে প্রয়োজন সেইটা খাব। একই ভাবে, যে চিন্তাটা আমার প্রয়োজন সেই চিন্তা করব। ফলে অতীতের এইসব জিনিসকে মনের মধ্যে পুষে রাখা ঠিক নয়। মনের মধ্যে রাখবে মণি-মুক্তোর মতো মূল্যবান চিন্তা, বাজে আবর্জনা নয়।

কোনও কমরেড সম্পর্কে সমালোচনার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, যতক্ষণ না নেতৃত্ব বিচার করে বলছে তোমার এই সমালোচনা সঠিক, ততক্ষণ কারও ধরে নেওয়া উচিত নয় অপর জন সম্পর্কে তার সমালোচনাটা সঠিক। একটা কথা ইদানীং আমি খুব এমফ্যাসিস দিয়ে বলছি, সেটা হচ্ছে— যাকে আমি ভালবাসি না, যার গুণের কদর করতে পারি না, যার কাছ থেকে আমার শেখার মন নেই এবং যার সমালোচনা আমি খুশি মনে নিতে পারি না, তাকে সমালোচনা করার নৈতিক অধিকার আমার নেই। দিস শুড বি দ্য এথিক্যাল অ্যাপ্রোচ। রাগ থেকে, বিদ্বেষ থেকে, অভিযোগের পান্টা উত্তর করার মন থেকে, কাউকে খাটো করার মানসিকতা থেকে অপরের ত্রুটি খোঁজা এবং সেই ত্রুটি নিয়ে যত্রতত্র বলা— এটা

অত্যন্ত অনৈতিক বুর্জোয়া নিচু মনের লক্ষণ। আমার রাগ হয়েছে তোমার বা কারও আচরণে, আমার মনে হয়েছে আমাকে আন্ডারমাইন করা হচ্ছে— আমার মনের মধ্যে পুষে রাখলাম সুযোগ মতো তোমাকে পাল্টা আঘাত করার জন্য— এটা নিকৃষ্ট ব্যক্তিবাদ। এটা একদম থাকা উচিত নয়। কেউ যদি খারাপ ব্যবহার করে থাকে এবং যৌথ বিচারে যদি সেটা যথার্থই খারাপ ব্যবহার সাব্যস্ত হয়— তা হলেও আমি রাগ করব না, মনের মধ্যে ক্রোধ সঞ্চিত রাখব না। দুঃখ পাব আমার সাথে এ রকম করেছে বলে নয়, সে কর্মীটিরই ক্ষতি হবে, তার বিকাশ ব্যাহত হবে এটা ভেবে। পাল্টা আঘাত করার পরিবর্তে ভাবব কী ভাবে তাকে ত্রুটিমুক্ত করা যায়। এটাই এথিক্যাল অ্যাপ্রোচ। কমরেড শিবদাস ঘোষের ঐতিহাসিক আলোচনা ‘বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি’ থেকে আমরা সবাই জেনেছি— সব সময় নিজের ত্রুটি খুঁজব এবং অপরের গুণ দেখব। কেন তিনি এ কথা বললেন? নানা বিষয়ে সকলেরই কমবেশি ত্রুটি থাকে, ইনঅ্যাডিকোয়েসি থাকে, সীমাবদ্ধতা থাকে। আমরা সব সময় নিজের অগ্রগতির জন্য সংগ্রাম করছি— এ অগ্রগতির কোনও শেষ নেই। জীবনভর এই সংগ্রাম করে যেতে হয়। অগ্রগতির জন্য লড়াই মানেই— কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে, পিছিয়ে আছি, ইনঅ্যাডিকোয়েট আছি, বুঝতে হবে। সে জন্য অপর কেউ যখন আমার ভুল-ত্রুটি ধরায়, এমনকি কুমতলব থেকেও ধরায়, যদি শত্রুপক্ষও ধরায়, সেই ত্রুটি যদি যথার্থ হয়, কমরেড শিবদাস ঘোষ এমন পর্যন্ত বলেছেন তাকে শিক্ষক হিসাবে গণ্য করতে হবে। অন্য দিকে ছোট-বড় নির্বিশেষে যে কোনও কমরেডকে দেখছি মানেই তার মধ্যে গুণ খুঁজছি, যাতে আমি শিখতে পারি। গুণ খুঁজতে গিয়ে কোনও ত্রুটি চোখে পড়লে ভালবাসার মন নিয়েই তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে। সাধারণ মানুষের গুণ থেকেও শিখতে হবে। অপরের গুণ যেমন শিখব, কালেক্টিভ বিচারে কারও ত্রুটি ধরা পড়লে তার থেকেও শিখতে হবে যাতে সেই ত্রুটি আমার না হয়। যারা দান্তিক, সব সময় নিজেকে বড় মনে করে এবং যারা বুর্জোয়া নিচু মনের ব্যক্তিবাদের শিকার, তারা এই আচরণ করতে পারে না। যে আমার প্রশংসা করে, যে আমার পছন্দ মতো কাজ করে, তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা বেশি— এর দ্বারা কি আমার কোনও উপকার হয় বা ক্ষমতার প্রমাণ হয়? বরং যে আমার সমালোচনা করে এবং সে সমালোচনা যদি সঠিক হয়, সে আমার উপকার করে এবং তার সাথে সম্পর্ক উন্নত হয়। আবার কেউ যদি আমার ভুল সমালোচনাও করে, তার উপর রাগ না করে ভাবতে হবে কেন সে আমাকে ভুল বুঝল, আমার এক্সপ্রেশনে কোনও ত্রুটি হয়েছে কি না। এগুলি হচ্ছে কমিউনিস্টদের এথিক্যাল অ্যাপ্রোচ। কমিউনিস্ট হওয়ার সংগ্রামটা তো এথিক্যাল লাইফ, নিউ মরাল লাইফ গড়ে তোলার সংগ্রাম। পুরনো বুর্জোয়া সমাজের আবর্জনা

ঝেড়ে ফেলে এই নিউ মরাল লাইফটা, কমিউনিস্ট এথিক্যাল লাইফটা আমরা সকলেই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি। আমাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, চিন্তা, কথা বলা, আচরণ— এগুলির মধ্যে বুর্জোয়া অভ্যাসের শক্তি ব্যক্ত হয়। সে জন্য সব সময়েই প্রতিটি প্রশ্নে প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বুর্জোয়া অ্যাপ্রোচ সম্পর্কে সজাগ থাকা উচিত এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী তা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের চিন্তা ও আচরণ পরিচালনা করা উচিত। এটা খুব কঠিন সংগ্রাম। উত্তেজনার বশে বা আবেগের তাড়নায় কখনও নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনি— এটা ঘটতে পারে। কিন্তু যখনই বুঝলাম এটা ঠিক হয়নি, তখন অপরের কাছে তা ব্যক্ত করি, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়— নিজেকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য। কেউ কেউ নিজের ভুল বুঝলেও স্বীকার করতে পারে না, ফলস সেন্স অফ ভ্যানিটি আটকায়। এই ভ্যানিটিও ক্ষতিকারক। এ থেকেও মুক্ত হওয়া দরকার।

কমরেড শিবদাস ঘোষ এই শিক্ষাও দিয়েছেন— অপরে যখন আমার সমালোচনা করছে, সে সমালোচনার মধ্যে আমাকে আঘাত করার মানসিকতা থাকলে, কটু মন্তব্য থাকলেও আমি প্রভাবিত হব না। তার সমালোচনার মধ্যে যদি সঠিক কিছু থাকে তা আমি গ্রহণ করব।

আবার কমরেড শিবদাস ঘোষ একটা আলোচনায় এ-ও বলেছেন, কোনও কমরেডের খারাপ কোনও মন্তব্য বা আচরণ দেখলে আমার মধ্যে যদি রাগ হয়, যদি উত্তেজনা আসে, আর সেই মন নিয়ে যদি তাকে বলতে যাই, আমার সমালোচনা সঠিক হলেও সে ধরতে পারবে না। ফলে নিজেকে ক্রোধ থেকে, উত্তেজনা থেকে মুক্ত করে, স্বাভাবিক ও শান্ত হয়ে তাকে বোঝাতে হবে। আমার উত্তেজনা, আমার রাগ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব আমার। আমি যখন বুঝতে পারছি একটা উত্তেজনা আসছে, রাগ আসছে, অন্ধ আবেগ আসছে তখন আমাকে লড়াই করতে হবে নিজেকে মুক্ত করার জন্য, না হলে বুঝতে হবে আমি ওভার পাওয়ার্ড হচ্ছি বাই বুর্জোয়া অ্যাপ্রোচ। এখানে একটা ক্লাস অ্যাপ্রোচ আছে। আবার আমি যখন প্রোলেটারিয়ান অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী ভিউ করছি এখানে রাগের এক্সপ্রেশন-এরও মূল্য আছে। আমার সাথে অপরের সম্পর্ক এমন স্তরের যে আমার রাগের মর্যাদা দেবে। কিছু বললাম না, শুধু একটা চড় মারলাম। সে বুঝল এবং শিখল কেন আমি চড় মারলাম। কিন্তু যেখানে চড় মারায় সে ক্ষুব্ধ হয়ে গেল সেখানে আমাকে বলতে হবে যে, আমার এ আচরণটা ঠিক হয়নি। কোন ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ চলে, চড় মারা চলে, আর কোন ক্ষেত্রে চলে না এটা বুঝে সেই অনুযায়ী অ্যাক্ট করতে হবে। এটাই তো সংযম, এটাই তো সেন্স কন্ট্রোল।

যে কোনও রাজ্যের হোক, যে কোনও জেলার হোক, কমরেডদের সম্পর্ক

হবে অত্যন্ত উন্নত মানের গভীর ভালবাসার সম্পর্ক। কমরেড মানে, আমরা একই আদর্শ নিয়ে একই সংগ্রামের সৈনিক। কমরেডশিপ হচ্ছে হায়েস্ট স্টেজ অফ ইমোশনাল রিলেশনশিপ। উন্নত বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত উচ্চ সংস্কৃতির আধারে ব্যক্তিগত স্বার্থ-দেব মুক্ত সম্পর্ক হচ্ছে কমরেডশিপ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের সম্পর্ক এই ধরনের।

অনেকেরই, এমনকি নেতাদেরও অনেকের মধ্যে ইমপ্রেশন নেওয়ার ঝাঁক থাকে। এর সম্পর্কে ওর সম্পর্কে নানা ইমপ্রেশন, মানে অপরের সম্পর্কে একটা মূল্যায়ন— কে কী রকম এই ধরনের ধারণা নেওয়া। এটা ঠিক নয়। যে কোনও ব্যক্তির বা যে কোনও কমরেডের সর্বাত্মক মূল্যায়ন করা কি এত সহজ? এটা তার পক্ষেই সম্ভব যিনি মার্ক্সবাদী দ্বন্দ্বমূলক বিচারধারা আয়ত্ত করেছেন, যিনি বিপ্লবী সংগ্রামে নিযুক্ত থেকে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছেন, যিনি নিজে সর্বক্ষেত্রে ইমপারসোনাল এবং কালেক্টিভ লাইফে চলতে অভ্যস্ত। এ সব ক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নত মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কমরেড শিবদাস ঘোষের মতো মহান শিক্ষকও বলেছেন, কারও সম্পর্কে তাঁর মনে কোনও ইমপ্রেশন এলে তিনি আগে তার সাথে আলোচনা করেন— এটা বোঝার জন্য যে তাঁর মনে হওয়াটা ঠিক কি না সেটা যাচাই করা। অথচ আমাদের বেশ কিছু নেতা এবং কর্মী যখন তখন ইমপ্রেশন নিয়ে থাকেন এবং যত্রতত্র প্রকাশ করে থাকেন। এটা একদম ঠিক নয়। একটা হচ্ছে কোনও প্রশ্নে কোনও কমরেড ভাল আলোচনা করেছেন বা আরেক জন কমরেড ভাল আলোচনা করেছেন বা করেননি— এ সব মনে হতে পারে। কিন্তু সেই কমরেড কী ধরনের বা তার চরিত্র অথবা স্ট্যান্ডার্ড কী— এ ভাবে ইমপ্রেশন নেওয়া চলে না। কারও সম্পর্কে কিছু ধারণা মনে এলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পার্টি বডিতে বা উর্ধ্বতন নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে।

এর আগে আমি বিভিন্ন মিটিংয়ে কথা বলেছি— নেতাদের সম্পর্কে কারও কিছু মনে হলে, অভিযোগ থাকলে আমতা আমতা করে নয়, ঢোক গিলে নয়, খোলাখুলি জুনিয়র কমরেডরা যাতে বলতে পারে। ইট ইজ নট দ্য এক্সপ্রেশন অফ ডিসরেসপেক্ট, র‍্যাডার ইট ইজ দ্য এক্সপ্রেশন অফ রেসপেক্ট। যদি মনে রাগ থাকে সে ভাবেই সে বলবে। এটা সব সময় নেতাদের অ্যালাও করা উচিত। আবার জুনিয়ররা যেমন নির্দিধায় সিনিয়র লিডার সম্পর্কে বলবে, তখন কিন্তু তাঁর প্রতি আবেগ ও শ্রদ্ধাবোধ থেকে, পার্টি সম্পর্কে কনসার্ন থেকেই বলবে। এ কথাও ঠিক, সাধারণত এমন কোনও সিনিয়র লিডার থাকতে পারেন না, যিনি সব রকমের ট্রটিমুক্ত। কোনও কোনও ট্রটি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে বহু গুণের অধিকারী হওয়াতেই একজন সিনিয়র কমরেড নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকেন— এটাও

কমরেডদের বুঝতে হবে। তার মানে এই নয় যে তাঁর ত্রুটি মনে হলে বলা চলবে না। আবার সিনিয়র কমরেডদেরও জুনিয়র কমরেডদের থেকে অনেক কিছু শেখার থাকে। যিনি যথার্থই সিনিয়র, তিনি এই মন নিয়ে শিখতে পারেন। কিন্তু জুনিয়র কমরেডরা সেই নেতাদের অনুপস্থিতিতে যত্রতত্র আলোচনা করবে না। এমনকি নিজেদের মধ্যেও একে অপর সম্পর্কে কোনও প্রতিক্রিয়া তাঁর অনুপস্থিতিতে ব্যক্ত করবে না। যার সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া তাকেই বলব, এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে যাচাই করতে পারি আমার মনে হওয়াটা ঠিক কি না। এটাই আমাদের মহান শিক্ষক মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এই প্রশ্নেও তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তা নিজেও প্র্যাক্টিস করতেন। একবার ভেবে দেখুন, তাঁর মতো নেতাও নিজের মনে হওয়াকে যাচাই না করে সিদ্ধান্ত করতেন না। অথচ আমাদের বহু কমরেডই হামেশাই এ রকম নিজের মতো ইম্প্রেশন নিয়ে থাকে। কিছু মনে হলে সেটা মনে রেখে দিলাম, ব্যক্ত করলাম না, যাচাই করলাম না। সেই মনে হওয়াটা যদি ভ্রান্ত হয়, যে প্রক্রিয়ার জন্য ভ্রান্ত হল, অন্য ক্ষেত্রেও সেই প্রক্রিয়া আমার বিচারধারাকে প্রভাবিত করবে এবং এই মনে হওয়াটাও বাড়তে থাকবে। তার দ্বারা আমি একটা ভ্রান্ত ধারণার শিকার হলাম এবং আমার বিচারধারা ক্ষতিগ্রস্ত হল— যেটা আমারই ক্ষতি। সে জন্য সব সময়ই খোলা মনে পারস্পরিক আলোচনা করে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক, তা স্থির করা দরকার। মীমাংসা না হলে নেতাদের সাহায্য নেওয়া দরকার। কারও সম্পর্কে বিরূপতা বা ক্ষোভ-রাগ পুষে রাখলে একটা সময় যে কোনও সুযোগে আচমকা তার আউটবাস্ট হয়ে যায়। সেটা পরিবেশকে নষ্ট করে।

কমরেডরা সকলেই পাবলিকের মধ্যে কাজ করছেন, পাবলিকের মধ্যে পার্টির বৈপ্লবিক চিন্তা যে যার ক্ষমতা অনুযায়ী নিয়ে যাচ্ছেন, আবার পাবলিকের থেকে শেখার থাকে অনেক কিছু। যেখানে শেখার মতো কিছু আছে সেখানে শিখতে হবে। কিন্তু পাবলিকের সাথে মিশতে গেলে— পাবলিকের মধ্যে ডিগ্লেডেড সোসাইটির প্রভাব আছে, অজানিতভাবে হলেও তার প্রভাব কমরেডদের মধ্যে পড়ে। যে পাবলিকের মধ্যে কাজ করছি বা যে গণসংগঠন করছি আমাদের এই সৎ, নিঃস্বার্থ কাজের জন্য সেই জনগণ তারিফ করে, প্রশংসা করে। এর ফলে আমাদের সেই কর্মীদের মধ্যেও প্রশংসা পাওয়ার ঝাঁক বাড়ে, আত্মস্তরিতা বাড়ে। কী ভাবে বললে চললে পাবলিক প্রশংসা করবে, তাদের মধ্যে পপুলার হব, সেই ঝাঁকও বাড়তে থাকে। আমার চলন-বলন বিপ্লবী রুচিসম্মত হচ্ছে কি না, সেটা খেয়াল থাকে না। এ সম্পর্কেও কমরেড শিবদাস ঘোষের ইঁশিয়ারি আছে। আমরা বিপ্লবী আদর্শ ও উন্নত রুচি-সংস্কৃতির প্রভাব ফেলব আমাদের চলন-বলন ও



আচরণের দ্বারা।

আর একটি বিষয়— বুদ্ধি আর চালাকি এক নয়। বুদ্ধি সব সময়ই প্রয়োজন, কিন্তু বুদ্ধিকে উন্নত রুচি-সংস্কৃতির দ্বারা সঠিক পথে পরিচালনা করতে হবে। চালাকি আমরা তখনই বলি যখন বুদ্ধির অপপ্রয়োগ ঘটে, বুদ্ধিকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ও অনৈতিক কাজে যখন ব্যবহার করি। জনগণের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে ও তাৎক্ষণিক কাজে লাগাবার জন্য চালাকির আশ্রয় নেওয়া ঠিক নয়। কারণ এটা আমার চরিত্রকে নষ্ট করবে। অনেক সময় কাজ করার ঝোঁকে এ সব এসে যায়, মানে অপরকে পাওয়ার জন্য, ম্যানেজ করার জন্য চেষ্টা করছি। কিছু ফ্ল্যাটারি করছি, কিছু বাড়তি কথা বলছি— এগুলি হওয়া উচিত নয়। তা হলে এটা আমার উপরেও এফেক্ট করবে। ফলে পাবলিকের সঙ্গে যখন মিশছি, মাস ওয়ার্ক করছি, মাস স্ট্রাগল করছি, সেখানে বিপ্লবী আদর্শ এবং চরিত্র নিয়ে আমাকে অ্যাঙ্ক করতে হবে। পাবলিকের কাছে যদি রেভলিউশনারি অ্যাপ্রোচ না নিয়ে যাই, পাবলিক বিপ্লবী আদর্শ ও উন্নত নীতি-নৈতিকতার সম্বন্ধ পাবে কোথা থেকে? পাবলিকের রাজনৈতিক চেতনা ও কালচারাল স্ট্যান্ডার্ড তো আমাদেরই বাড়িয়ে তুলতে হবে। বাইরের প্রভাব সব সময় পড়ে— পাবলিক থেকে শেখার মতো প্রভাবও পড়ে আবার ক্ষতিকারক প্রভাবও পড়ে। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার মানদণ্ড অনুযায়ী আমাকে ঠিক করতে হবে, কোনটা গ্রহণীয় আর কোনটা বর্জনীয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের মার্ক্সবাদী শিক্ষকেরা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী সংগ্রাম করার জন্য এত বেশি গুরুত্ব দেননি, কারণ তারা পুঁজিবাদের এই ভয়ঙ্কর সংকট ফেস করেননি। তিনি কিন্তু এই সর্বাত্মক অবক্ষয় দেখে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে— স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা এমনকি ম্যারেড লাইফে ফিজিক্যাল সম্পর্কের ক্ষেত্রেও রেভলিউশনারি হিসাবে অ্যাঙ্ক করার গাইডেন্স দিয়ে গেছেন। বিপ্লবী আন্দোলনের শিক্ষা, মার্ক্সবাদের শিক্ষা, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা— এগুলি চর্চা করা খুবই প্রয়োজন।

কমরেডরা সেন্টারে ফিরলে একে অপরের খোঁজ নেবে, জানতে চাইবে কী করে এলে। এ তার কাজের খোঁজ নেওয়ার জন্য নয়। নতুন কী দেখলে, কী শিখলে বা কী সমস্যার সম্মুখীন হলে, যার সমাধান করতে পারছ না, এ সব নিয়ে আলোচনা হবে, আবার হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজবও হবে, সকলকে জড়িত করেই হবে, এর মধ্যেও কালচার থাকবে, এ ভাবে কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন, কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশন কমন অ্যাক্টিভিটিকে সাহায্য করবে। এটা সকলেরই করা উচিত। একটা নতুন জিনিস জানলাম, একটা নতুন অভিজ্ঞতা পেলাম, সবার সাথে তা ভাগ করে নিলাম। কিন্তু সংগঠনের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না।

পরস্পরের কাজের অভিজ্ঞতা পরস্পরকে জানানো, প্রত্যেকের অগ্রগতি লক্ষ করা। কেউ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। যদি অবনতি না হয়, তা হলে অগ্রগতি হচ্ছে, সামান্য অগ্রগতি হলেও, যাকে আমরা কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ বলি, সেটা লক্ষ রাখতে হয়। পূর্বের ধারণা (সেই সময়ে সঠিক হলেও) বর্তমানে আঁকড়ে থাকা ঠিক নয়। প্রত্যেকের থেকে শিখতে হবে, প্রত্যেককে ভালবেসে সাহায্য করতে হবে। বারবার কারও ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে খোঁচাখুঁচি করবে না, চিন্তাও করবে না। ভালবাসা থেকেই আলোচনা করছি, আর বলার ঢংটা এমন হবে যাতে সে বুঝতে পারে। আমি যখন কাউকে কিছু বলতে চাই, আমার উদ্দেশ্যটা তো বোঝানো— সে যাতে বুঝতে পারে সেই ভাবে আমাকে বোঝাতে হবে।

ধৈর্য কথটার একটা মানে আছে। যেমন গ্লাসের এই জলটা গরম করতে হবে। আমার এক্ষুনি গরম জল চাই। এই জল গরম হতে যত সময় লাগে, আমি সে জন্য অপেক্ষা করি। এটাও ল' গভর্নড। আমি এক্ষুনি চাইলে তো গরম হবে না। এটা তো নিয়মে চলছে। গরম জলের জন্য ছটফট না করে এই নিয়ম মেনে চলাটাই ধৈর্য। আমি লাস্ট মিটিং-এ বলেছিলাম— বেশ কিছু কমরেড ডিসিপ্লিন মানছেন না। প্রকৃতি নিয়মে চলছে, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত হচ্ছে, গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরছে, ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে, জন্ম-মৃত্যু হচ্ছে, আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্ত চলাচল সব কিছুই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, ল' গভর্নড। দিস ল' ইজ ডিসিপ্লিন। এই নিয়মই শৃঙ্খলা। পার্টির মধ্যেও, বিপ্লবের জন্যও এই ল' গভর্নড প্রসেসকে ফলো করা হচ্ছে ডিসিপ্লিন মানা। আর আমি বলছি— কোনও কাজ না করাটাও একটা করা। পার্টির একটা কাজ করলেন না মানে, শুধু যে সেই কাজটা করলেন না তা নয়, যেটা করা উচিত ছিল সেটা করলেন না।

এটা করব। কিন্তু আজ করব, কাল করব, পরশু করব মানে ইউ আর ভায়োলোটিং দি ল'গভর্নড প্রসেস। পেটিবুর্জোয়া অভ্যাসের শিকার হচ্ছেন। আজ নয় কাল, নয় পরশু— হোয়াই নট জাস্ট নাও? এক্ষুনি নয় কেন? কিসে আটকাচ্ছে? অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে তাই পারব না, তা হলে ঠিক আছে। যদি তা না থাকে, কেন আমি এখন করব না? এগুলি খুব ভাবা দরকার।

সেন্টার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পার্টির কিছু জেনারেল প্রব্লেম নিয়েও আলোচনা করে গেলাম। সেন্টার লাইফ সম্পর্কে এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, যে সমস্ত স্বামী-স্ত্রী কমরেড আলাদা বাড়িতে থাকেন, তারাও চেষ্টা করবেন এগুলি কার্যকর করতে। যতটা পারেন করবেন। এই প্রক্রিয়ায় চলতে চলতে কারও বাড়িও একদিন সেন্টার হয়ে যেতে পারে। আজ এখানেই শেষ করছি।



